গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর
www.dyd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০১.০০০০.০২৬.৩৩.০০১.১৭.১ তারিখ: ১২ মাঘ, ১৪২৩
২৫ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয়: **অনুন্নয়ন খাতের অনুদানের জন্য যুব সংগঠনের মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণ/বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদান করা হবে। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট যুবসংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণের পর অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রতি জেলা থেকে ০২টি(০১টি মূখ্য ও ০১টি বিকল্প) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে ০৮টি (০৪টি মূখ্য ও ০৪টি বিকল্প) ও অন্যান্য বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশন থেকে ০২টি(০১টি মূখ্য ও ০১টি বিকল্প) করে উপযুক্ত প্রস্তাব আগামী ০৯ মার্চ ২০১৭ তারিখের মধ্যে ব্যর্থতা ছাড়াই প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০২। সংশ্লিষ্ট জেলা অনুদান কমিটি কর্তৃক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সভার কার্যবিবরণীসহ মনোনয়ন প্রস্তাব মতামতসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ইতোপূর্বে রাজস্বখাত থেকে অনুদানপ্রাপ্ত যুবসংগঠনের প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে না। যুব কার্যক্রমের সাথে আবেদনকারী সংগঠনটি সম্পৃক্ত এ মর্মে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। নীতিমালা বর্হিভূত কোনো যুবসংগঠনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুদান বিতরণ/বন্টন নীতিমালা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও(www.dyd-gov.bd) পাওয়া যাবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন প্রেরণ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

<u>সংযুক্তি</u> ঃ

০১। আবেদন ফরম ১(এক) ফর্দ।
০২। নীতিমালা ১(এক) ফর্দ।

আনোয়ারুল করিম
মহাপরিচালক
ফোন: ০১৭০৯৩৩০৭৭৭
ইমেইল: anwarul.karim82@gmail.com

উপপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,--------------------সকল জেলা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০১.০০০০.০২৬.৩৩.০০১.১৭.১/১(৪) তারিখ: ১২ মাঘ, ১৪২৩
২৫ জানুয়ারি, ২০১৭

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল,
১) জেলা প্রশাসক, ...সকল জেলা।
২) উপসচিব (যুব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৩) পরিচালক...........................(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।

৪) কম্পিউটার প্রোগ্রামার,, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-পরিচালক

আবেদন ফরম ঃ

০১.	যুবসংগঠনের নাম	ঃ	
০২.	ঠিকানা	ঃ	গ্রাম/মহল্লা-
		ঃ	ডাকঘর- উপজেলা-
		ঃ	জেলা- পিনকোড-
০৩.	যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠার তারিখ	ঃ	
০৪.	সরকারী সংস্থার নাম ও নিবন্ধকরণ নম্বর	ঃ	
০৫.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্তি নম্বর	ঃ	
০৬.	যুবসংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা	ঃ	
০৭.	যুবসংগঠনের নির্বাহী সদস্য সংখ্যা (তাদের নাম পৃথক সিটে দিতে হবে)	ঃ	
০৮.	কর্মক্ষেত্রের বর্ণনা	ঃ	
০৯.	যুবসংগঠনের কার্যক্রমের বর্ণনা (প্রয়োজনে আলাদা কাগজে বিবরণ সংযোজন করতে হবে)	ঃ	
১০.	যে প্রকল্পের জন্য অনুদান চাওয়া হয়েছে তার নাম ও ধরণ	ঃ	
১১.	প্রকল্পের কার্যক্রমের নাম	ঃ	
১২.	কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের বয়স ও নাম পৃথকভাবে দিতে হবে)।	ঃ	
১৩.	কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত মোট ব্যয়	ঃ	
১৪.	প্রস্তাবিত তহবিলের উৎস	ঃ	
১৫.	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	ঃ	
১৬.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে ইতোপূর্বে কোনো অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ	ঃ	
১৭.	যুবসংগঠনের গত অর্থবছরের আর্থিক হিসেবের (আয়-ব্যয়)বিবরণী	ঃ	

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
স্বাক্ষর ও সীল

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ঃ

(ক) সভাপতি (খ) সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ যুবসংগঠনের হালনাগাদ অডিট রিপোর্ট, অনুদানের অর্থ যে কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ ও নীতিমালার আলোকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

Leter-15(H)-2

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বেসরকারী যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান বিতরণ/ বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ঃ (সংশোধিত)

দেশের মোট জনগোষ্ঠির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সের তরুণ। জনসমষ্টির এ অংশ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একদিকে যেমন কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম, অপরদিকে তারাই এ পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী। দেশের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যুবগোষ্ঠির সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত। এ কারণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সকল বেসরকারি যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের যুব কার্যক্রমকে সমন্বয় করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। বেসরকারি যুব সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান যাতে যুব নীতিমালার অনুকূলে কার্যক্রম গ্রহণ করে যুবদের স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে অনুপ্রাণিত করে, সেজন্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সবসময় প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। বেসরকারি যুব সংগঠন/ প্রতিষ্ঠান যাতে এলাকাভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন এবং যুব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক গঠনমূলক উৎপাদনমুখী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেসরকারি যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে সচেষ্ট। সরকারি উন্নয়ন তৎপরতার পাশাপাশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান যাতে উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পারিচালনা করে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যথোপযুক্ত উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের পর্যায়ে বিভিন্ন যুবসংগঠনকে অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুদানের যোগ্যতাঃ

০১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান পেতে হলে যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে সরকারের যে কোনো দপ্তরের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। তবে সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহে (১৮-৩৫) বছর বয়সী যুবদের কল্যাণ/উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অবশ্যই থাকতে হবে।

০২ যেসব স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাত অথবা অনুন্নয়ন খাত হতে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুদান পেয়েছে ঐ সব যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠান পুনরায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতের আওতায় অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

০৩ অনুদানের আবেদনপত্রের সঙ্গে যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট, যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের বিবরণী থাকতে হবে।

০৪ যে সব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান যুব উন্নয়ন কর্মসূচি/ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত এবং যুব কল্যাণের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম/ প্রকল্প গ্রহণ করবে তারাই অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে।

০৫ যেসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান দৃষ্টান্তমূলক যুব কর্মসূচি /প্রকল্প গ্রহণ করে অন্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে যুব কর্মসূচি গ্রহণে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

০৬ যুব কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করে যেসব সংগঠন স্থানীয় প্রযুক্তি কাঁচামাল ইত্যাদি ব্যবহার করে যুবদেরকে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করে সেসব যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠান অনুদান পেতে পারে।

০৭ যেসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান সার্বিকভাবে যুবদের সংগঠিত করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

০৮ যেসব যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠান যুব জনসাধারণের সার্বিক কলাণ্যার্থে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

০৯ যেসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান যুবদের সুস্থ ও সৃজনশীল মানসিকতা গড়ার জন্য পাঠাগারসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে এবং স্থানীয়ভাবেপ্রাপ্ত তথ্য দেশের জন্য সুদূরপ্রসারি প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে।

১০ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অনুদান/গ্রান্টের অর্থ যে কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ আবেদনপত্রের সাথে পেশ করতে হবে।

১১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুদান বা গ্রান্ট পেতে হলে সংশ্লিষ্ট যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সংবিধান উপ-বিধি অনুসারে বর্তমান কার্যক্রমের তালিকা অবশ্যই আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কারিগরি বা অন্যান্য এমনকি বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী থাকলে তাদের বেতনউৎস অবশ্যই আবেদনপত্রে পেশ করতে হবে।

১২ যেসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত কিন্তু সক্রিয়ভাবে যুবকর্মে নিয়োজিত নয় কিংবা যুব কল্যাণমূলক কোনো কার্যক্রম নেই তাদেরকে অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না।

১৩ যুবদের কল্যাণে বাস্তবমুখী কাজ করছে এবং সত্যিকারভাবে যুবসমাজ তা থেকে উপকৃত হচ্ছে সেসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদানের বিবেচনার অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৪ পুরাতন নিবন্ধীকৃত সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় কাজের জন্য অনুদানের বেলায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৫ পঙ্গু, দুঃস্থ, অসহায় (১৮-৩৫) বছর বয়সী কোনো যুব আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করলে বিশেষ বিবেচনায় অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে।

১৬ তাছাড়া যুবদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে যে কোনো কার্যক্রম বিষয়ে পরিচালনা কমিটি অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করতে পারবে।

অনুদানের শর্তাবলিঃ

০১ সংগঠন/সংস্থার কার্যক্রম, পরিধি, সদস্য সংখ্যা প্রভৃতি অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুদান প্রদানের জন্য সংগঠন/সংস্থাগুলোকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

ক) জাতীয়ভিত্তিক যুব সংগঠন

খ) আঞ্চলিক যুব সংগঠন

গ) স্থানীয় যুব সংগঠন

ক) জাতীয়ভিত্তিক যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান হলে সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম একাধিক জেলায় থাকতে হবে এবং যুবসমাজ উক্ত কার্যক্রমের দ্বারা উপকৃত হতে হবে এবং কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর সক্রিয়ভাবে যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

খ) আঞ্চলিক যুব সংগঠনগুলোর একাধিক এলাকায় অবশ্যই সক্রিয় শাখা থাকতে হবে এবং ২(দুই) বছর সক্রিয়ভাবে কাজ করার প্রমাণ থাকতে হবে।

গ) স্থানীয় যুব সংগঠনগুলোকে সক্রিয়ভাবে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর কাজ করার প্রমাণ করতে হবে।

০২ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় যুব সংগঠনের জন্য একই প্রকার অনুদান প্রদান করা হবে।

০৩ অনুদানের জন্য নির্ধারিত অর্থ ব্যাংক মেয়াদি/চলতি হিসাবের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচালনা করবেন।

০৪ অনুদানের জন্য দেয় অর্থ প্রাইজবন্ড/নগদে/ক্রস চেকের মাধ্যমে যুবসংগঠন/প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া যেতে পারে। তবে এজন্য সংগঠন/সংস্থার নিজস্ব প্যাডসিল ইত্যাদির মাধ্যমে অনুদান গ্রহণকারীকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ পরিচিতি গ্রহণপূর্বক অনুদানের চেক/প্রাইজবন্ড হস্তান্তর করবেন।

০৫ যেসব প্রতিষ্ঠান/সংগঠন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত কিন্তু যুব উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় সেসব যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান অনুদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

০৬ যেসব যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান সরকারি দপ্তরের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত এবং তাদের কর্মসূচির কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের সাথে জড়িত সেসব সংগঠন/প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৭ আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তার পরিদর্শন রিপোর্ট অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

০৮ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অনুদান পেতে হলে কর্মসূচির জন্যে ব্যয়িত অর্থের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে মিটাতে হবে এবং প্রাপ্ত অনুদান অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না।

০৯ অনুদানের টাকা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দ্বারা পরিদর্শনকালীন সময়ে অবশ্যই দেখাতে হবে।

১০ অনুদানের টাকা কোনো দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ কিংবা মেরামতকাজে ব্যয় করা যাবে না।

১১ অনুদান পরিচালনা ও অনুদান বা গ্রান্ট প্রদানের জন্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অনুদান পরিচালনা কমিটি থাকবে। কমিটি ৮ (আট) সদস্যবিশিষ্ট হবে। কমিটির একজন সভাপতি ও একজন সদস্য-সচিব থাকবে। সভাপতি হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং সদস্য-সচিব হিসেবে পরিচালক (বাস্তবায়ন) কাজ করবেন। বাকী ৬জন সদস্য হলেন- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (দা:রি: ও ঋণ), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (যুব) এবং যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত একজন ব্যক্তিত্ব (মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতি জেলার জন্যে ১টি ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জন্যে ৪টি এবং অবশিষ্ট ৬টি বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশনের (রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) নিমিত্তে ১টি করে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদানের জন্যে মনোনীত করবে।

১২ অনুদান পরিচালনা ও অনুদান বা গ্রান্ট প্রদানের জন্যে জেলা পর্যায়ে একটি অনুদান পরিচালনা কমিটি থাকবে। কমিটি ৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট হবে। কমিটির একজন সভাপতি ও সদস্য-সচিব থাকবে। সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি এবং সদস্য-সচিব হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক/ সহকারী পরিচালক কাজ করবেন। বাকী ২জন সদস্য হলেন- সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তা। জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত যুব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে অনুদানের জন্যে সুপারিশ করবে।